দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 11 JUN 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

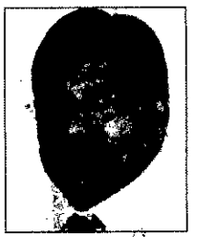

আমাদের সময়কে ড. আনোয়ার

যবিপ্রবির প্রতিটি বিভাগ হবে একেকটি গবেষণাগার

যশোর প্রতিনিধি ●

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) আগামী চার বছরে একেবারে বদলে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ হবে এক একটি গবেষণাগার। যেখানে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

যবিপ্রবির প্রতিটি বিভাগ

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) জন্য উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন হবে। এ জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া। যবিপ্রবির নিজ দপ্তরে দৈনিক আমাদের সময়কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেন।

উপাচার্য আরও বললেন, 'যবিপ্রবি একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে শুধু পাঠদান করালে চলবে না, এখন থেকেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি নিজেও গবেষণায় কাজ করব। শিক্ষকরাও গবেষণা করবেন। শিক্ষার্থীরাও করবে।

ব্যক্তিগত কোনো গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় বিনিয়োগ করবে না। ফলে টিম ওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। সব মিলিয়ে প্রতিটি বিভাগ এক একটি গবেষণাগার হয়ে উঠবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি গবেষণাগার হবে।

ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হবে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি ডেভেলপ করা, যাতে দেশে টেকসই উন্নয়ন হয়, দেশ এগিয়ে যায়।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা প্রথমে আমাদের এই অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়টি সার্চ করব. পরে ওই সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা হবে।

তিনি জানান, বাংলাদেশে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। এ জন্য আমাদের প্রচুর ডলার খরচ করতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমেরিকান টেকনোলজি আমাদের এখানে চলবে না। আমাদের টেকসই উন্নয়নের জন্য উপযোগী প্রযুক্তি আমাদেরই উদ্ভাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে যবিপ্রবির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানো হবে।

ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গবেষণাগারে রূপান্তরের সব ধরনের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আশা করছি বিনিয়োগের কোনো সমস্যা হবে না। যদি আমরা সেটা করতে পারি তাহলে দেশের জিডিপি দ্রুত বাড়বে। দেশ এগিয়ে যাবে। ১ জুলাই ২০১৭ থেকে আমাদের কাজ শুরু হচ্ছে। আগামী চার বছরের জন্য আমি দায়িত্ব পেয়েছি। আশা করছি এই সময়ের মধ্যে এখানকার মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে পারব। আর সবকিছু ঠিক থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে আন্তর্জাতিক মানের। এ জন্য ভবিষ্যতে যবিপ্রবিতে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি মানুষ স্বাধীন না হলে সৃষ্টিশীল কাজ করতে পারে না। তাই যদি কেউ রাজনীতি করতে চান তাহলে বাধা দেওয়া হবে না। একটি দল যদি অন্য দলকে বাধা দিতে না পারে, এ জন্যও ব্যবস্থা দেওয়া হবে। তবে অবশ্যই যারা রাজনীতি করবেন তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকতে হবে।

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার সাতঘরিয়া গ্রামের শেখ খোরশেদ আলমের সন্তান অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ১৯৯১ সালে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক আনোয়ার ওই বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী বোর্ড, সিনেট, সিন্ডিকেট, রিজেন্ট বোর্ড, একাডেমিক কাউন্সিল ও বোর্ড অব অ্যাডভান্স স্টাডিজের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন সহযোগী অধ্যাপক, ১ জন সহকারী অধ্যাপক, তিনজন প্রভাষক ও নয়জন পিএইডি শিক্ষার্থী মিলে একটি গবেষণা টিম গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে টিমটি গরুর ক্ষুরা রোগের টিকা, আর্সেনিক পরিশুদ্ধ ও পরিমাপ এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেজটেন্স উদ্ভাবনের কাজ করছেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং...
তারিখ...

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর